শ্রেণী কার্যক্রমে ডিজিটাল কন্টেন্ট মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন

মো. আবুল বাশার ও মোহাম্মদ কবীর হোসেন

বাংলাদেশের মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হয় ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে কেমন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেন? সম্পদ বা বাহ্যিক ভিন্নতা প্রবল অন্যকে বুঝতে পারার সক্ষমতার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ প্রশ্নের উত্তর যে দিকে কেন্দ্রীভূত হবে তা হচ্ছে প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের প্রত্যাশা। যা এগিয়ে নেবে শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, প্রশাসন ইত্যাদি দৃঢ় করবে নুর্গতি, অবাধস্থাপনা এবং নিশ্চিত করবে স্বচ্ছতা; যার ফলস্বরূপ আমরা পাব সুখী ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ। শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারে যত বেশি করা যাবে বাংলাদেশকে এরূপ গঠনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তত বেশি প্রস্তুত করা যাবে। শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে চিন্তা করলে প্রথমেই মানুষের মনে আসে পরীক্ষার রেজাল্ট প্রণয়ন, প্রশাসনিক কাজ, ভর্তি প্রক্রিয়া, বিভিন্ন প্রকার ফরম পূরণ, শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক ক্লাস পরিচালনা ইত্যাদি। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় ছাড়াও অন্য বিষয়ের শ্রেণী পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের দেশে খুব পুরনো নয়। ২০১০ সালের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রজেক্টরে কিছু টেক্সট দেখানো ছাড়া শ্রেণী পাঠদানে অন্য মিডিয়ার ব্যবহার খুব একটা চোখে পড়েনি অর্থাৎ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর হয়ে পড়ে কেবল টেক্সট উপস্থাপনের মাধ্যম। ২০১০ সালের জুন মাসের পর থেকে মাল্টিমিডিয়ার বাহিত্তনশক্তি ও যথাযথ ব্যবহার শুরু হয়। আর এটি হচ্ছে, একজন বিষয় শিক্ষক পাঠদানের সময় পাঠ্যপুস্তকের বক্তৃতা থেকে বের হয়ে তার পছন্দের বিষয়টি সব শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় ও শিখন ফলপ্রসূ করার জন্য প্রযুক্তি, শিক্ষাবিজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞানের সমন্বয় করে পাঠ উপস্থাপনা করবেন, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে টেক্সট, ছবি, বিভিন্ন প্রকার চিত্র, মানচিত্র, অ্যানিমেশন, গ্রাফ-চার্ট, ভিডিও ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট। শিক্ষক প্রয়োজনে অন্য কোন ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেজের উপকরণের সহায়তা নিতে পারবেন। এভাবে শিক্ষকের মাধ্যমে তৈরি শিখনীয় বিষয়বস্তুর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনাকেই আমরা বলছি শিক্ষক নির্মিত ডিজিটাল কন্টেন্ট। এখানে উল্লেখ্য, কোন অবস্থাতেই শ্রেণী কার্যক্রমে শিক্ষকের পরিবর্তে কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বরকে ব্যবহার করা হচ্ছে না, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাপ্রাপ্ত পাঠ পরিকল্পনার ফরমেট ও ছক মোতাবেক শিক্ষকের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করতে হয়। যাতে পাঠের শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ উপযোগী কাজ, ফোকাস ব্যবহার, প্রশ্নোত্তর ক্ষেত্রে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকরণ, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বিভিন্ন শিখন কৌশল ও পদ্ধতির ব্যবহার, শিক্ষার্থী মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহারের সুযোগ। শিক্ষককে কন্টেন্ট তৈরির প্রথমেই একটি পরিকল্পনা করতে হয়। পরিকল্পনায় যে বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেয়া হয়, পাঠের শিখনফল কী হবে, শিক্ষক কীভাবে পাঠ শুরু করবেন, উপস্থাপনের সময় কী ধরনের ইমেজ, ভিডিও এবং অ্যানিমেশন ব্যবহার করবেন, কোথায় কীভাবে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীর কাজে অংশগ্রহণ করাবেন, মূল্যায়ন কীভাবে করবেন, বাস্তবভিত্তিক বাড়ির কাজ দিবেন এবং সর্বোপরি কোথায় রাখবেন, কীভাবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো যায়। ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়নে দেশীয় ইমেজ, ভিডিও এবং প্রেজেন্টেশনের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। মানসম্মত ও সমৃদ্ধ আনিমেশনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। উপস্থাপনের সময় 'প্রিপেয়ারে' শিক্ষক প্রজেক্টর অন রেখে বোর্ডের কাজ বা অন্য শ্রেণীর কাজ করবেন। আবার যে বিষয় বা বস্তু বাস্তবে দেখানো যায়, সেসব বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ডিজিটাল কন্টেন্টের প্রয়োজন নাই। একজন বিষয় শিক্ষককে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য কম্পিউটার এক্সপার্ট হওয়ার প্রয়োজন নাই। ১২ দিনের একটি প্রশিক্ষণই যথেষ্ট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কোর্সের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কোনো কম্পিউটার হাত নেননি এমন বিষয় শিক্ষকও ১২ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে কন্টেন্ট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের মতো সহজ একটি প্রেজেন্টেশন টুল ব্যবহার করে তৈরি করা ডিজিটাল কন্টেন্ট কেবল আমাদের দেশে নয় বিশ্বের অনেক দেশে প্রশংসিত হয়েছে। প্রীতিচাতে আমাদের এই কনসেপ্টটি কাজে লাগিয়ে তারাও এখন কন্টেন্ট তৈরি ও শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করছে। তবুও বিষয়টি নিয়ে একেবারে মাইটি এক্সপার্টদের মধ্যে একটু মতপার্থক্য থাকলেও এখন সেটি নেই বলেই চলে। শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আমাদের দেশে এখন অনেক কাজ হচ্ছে যেমন : ক্লাস রুটিন মাল্টিমিডিয়া ফরমে তৈরি করা, পাঠ ও ইন্টারনেট শিখনের সিডি, ডিজিটাল তৈরি করা বিষয়বস্তু, বইয়ের আদলে ডিজিটাল ক্লাস ইত্যাদি। কিন্তু এসব সবই কম্পিউটার বাস্তবায়ন ও পরিমার্জন নির্ভর। শিক্ষকের কাজ একেবারে ক্লাসে গিয়ে প্রজেক্টর চালু করা অর্থাৎ শিক্ষকের স্বাধীনতায় ঘাটতি হয়েছে কিন্তু শিক্ষক নির্মিত ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। এখানে কেবল শিক্ষকের স্বাধীনতা, তৈরি এবং পুনর্সৃষ্টির (create and co-create) সুযোগ। এটি তৈরি করা সহজ এবং অন্য শিক্ষকের জন্য সহজলভ্য। শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ পাল্টে দিতে সক্ষম এই ডিজিটাল কন্টেন্টের মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন। এর মাধ্যমে কবিতা, সূর্যের ও বিদ্যুৎ বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায় শোধনযোগ্যভাবে। শিক্ষার্থীদের আকর্ষিত ও সহযোগিতামূলক শিখন আপ্রোচকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টি চিন্তন ক্ষমতা এবং চিন্তার উন্মুক্ত সৃষ্টির সুযোগ রেখে তৈরি করা হয় ডিজিটাল কন্টেন্ট। ফলে সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করবে এই ডিজিটাল কন্টেন্ট। বর্তমান ই-লার্নিং যুগে শিক্ষককে শুধু টেক্সট বই আর লেকচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না বিষয়ভিত্তিক অনলাইন রিসোর্স ব্যবহারের সুযোগ নিতে হবে। শিক্ষার্থীর সমস্যাগুলো জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করতে হলে এর বিকল্প নেই। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, ইন্সট্রাক্টর এবং শিক্ষা ও সাধারণ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ডিজিটাল কন্টেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণের মধ্যে যেসব কথা সাধারণত বলেন তা হচ্ছে, বিদ্যুৎ নাই, যে নাই, নীতি নাই, যথাযথ প্রশিক্ষণ নাই, প্রযুক্তি ব্যবহারের ধৈর্য নাই, নিরাপত্তা নাই, প্রশাসনিক সহায়তার অভাব, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, অন্যদের দেখে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় ইত্যাদি। এ পরিস্থিতিতে মাইশ্যু ভবিষ্যতে নজরদারের কবিতাটি যে অংশটি মনে পড়ছে- 'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলছে আমরা তখনও বসে, বিশ্ব তুলেছে চতুর্থ বৃত্তি ইনিস কোরেজন চাই'। তারপরও যে কথা থেকে যায়, এটি বাস্তবায়নের জন্য কী সরকার পাওয়ার হচ্ছে? সরকারি সহায়তার মধ্যে রয়েছে, ২০,০০০ জন শিক্ষককে (প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজন) ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং তাদের মাধ্যমে নেয়া হচ্ছে বিষয়টি অন্য সহকর্মীদের মধ্যে ছেড়ে দেবে। প্রতিটি স্কুলে একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করে দেয়া হচ্ছে। এদিকে টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্পে : দ্বিতীয় পর্যায় এর মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে আরও তিনজন করে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করার কাজ চলছে। তাদেরকে শিক্ষকদের চিন্তা-চেতনা, প্রতিভাকে সৃজনশীলতা এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট বিনিময়ের এক অমূল্য সুযোগ করে দিয়েছে শিক্ষক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd) বা টিচার্স পোর্টাল। এখানে সদস্য হয়ে শিক্ষকরা তাদের প্রয়োজনীয় কন্টেন্ট ডাউনলোড এবং নিজেদের কন্টেন্ট আপলোড করতে পারেন, প্রতিনিয়ত কথা শেয়ার করতে পারেন ব্লগে, হয়তো কন্টেন্ট রেটিং ও সেরা শিক্ষক হওয়ার সুযোগ। দেশের শিক্ষক সমাজকে একাডেমিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্লাটফর্ম এনে দিয়েছে শিক্ষকবাতায়ন। তাছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে, ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে প্রতি বছর, যেখানে প্রথম ১০ জনের জন্য থাকে একটি করে ব্রান্ড নিউ ল্যাপটপ। এরকম অনেক পেশাতে 'রিসেন্টলি শোর (নচ্ছ-পান, অতিনন্দ ইত্যাদি) ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কন্টেন্ট নিয়ে আয়োজন করা হচ্ছে 'রিসেন্টলি শো'। ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে শ্রেণী পাঠ পরিচালনার এমন সুন্দর ও যুগোপযোগী কর্মযজ্ঞকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সর্বাত্মক উদ্যোগ। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে যা করা যেতে পারে, ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার উপযোগী সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও পরিবেশ সৃষ্টিকরণে বিদ্যালয় পর্যায়ের ব্যক্তিদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ। টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্পের (প্রথম পর্যায়) প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের এ ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির ইতিবাচক ফল কোন কোন বিদ্যালয়ে বিদ্যমান। বিদ্যালয়গুলোতে সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটিসহ সংশ্লিষ্টদের ২১৩ দিনের সচেতনতা ও উদ্দীপনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা। প্রধান শিক্ষকসহ একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং কাজে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয়ের সমস্যা বিবেচনা করে নিজস্ব বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (in house training) প্রদানে উৎসাহিতকরণ কর্মসূচি আরও জোরদার করা। প্রতিটি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কমপক্ষে ৩টি করে স্মার্ট কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা। এসব প্রশিক্ষণ কলেজের প্রতিটি ক্লাসরুম হবে মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সব শিক্ষক প্রশিক্ষকদের এ কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, ইতিবাচক চিন্তা মানুষকে কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে কোন পর্যায়েই ডিজিটাল বৈষম্য সৃষ্টি না হয়। আর সমালোচকদের এড়িয়ে না গিয়ে যদি এ কথা বুঝতে সক্ষম হই যে, আজটি একেবারে না হওয়ার চেয়ে ইতিবাচক সমালোচনা হওয়ার মাধ্যমে উত্তরের ও যুগোপযোগী ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়নই উত্তম। বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ সালের প্রত্যাশা- 'প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ' বিনির্মাণের দিকে এগিয়ে যাব আরও একধাপ।